দুঃখের সাগরে সুখের দোলা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে একের পর এক শুধু দুঃখ আসছিলো। আবু তালিবের মৃত্যু হলো। খাদিজাও চলে গেলেন। তায়েফে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তাক্ত হতে হলো। এতো এতো দুঃখ আসার কারণে নবুওয়াতের দশম বছরকে বলা হয় আম-আল হুযন; শোকের বছর।

আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই শোকের পুরস্কার দিতে চাইলেন। একরাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন– জিবরাঈল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়েছেন। তার সাথে রয়েছে একটি বোরাক। বোরাক হলো এমন একটা বাহন যেটা চোখের পলকে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যেতে পারে।

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই বোরাকে চড়িয়ে প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ইমামতি করলেন।

সেই নামাযের মুসল্লী কারা ছিলেন জানো? শুনলে আশ্চর্য হবে। তাঁর পিছনে তখন আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে পৃথিবীর সকল নবীগণ উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নিজের কুদরতে সবাইকে একত্র করে দিয়েছিলেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে নবীজী মি'রাজে গেলেন

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে দ্বিতীয় আকাশে। এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে একে সাত আকাশের ভ্রমণ করলেন। প্রত্যেক আকাশেই প্রসিদ্ধ সব নবীদের সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা হলো।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুরে দেখলেন 'বাইতুল মামুর'। যে ঘরটাকে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো দেখলেন জান্নাতের সব নেয়ামত আর জাহান্নামের আযাবের দৃশ্য। সবশেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার একদম কাছাকাছি হাজির হলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মহামূল্যবান পুরস্কার দান করলেন। সেই পুরস্কার হলো নামায। আমরা যে এখন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি তা সেদিনই ফরয হয়েছিলো।

এক রাতের মধ্যেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো সফর শেষ করে বোরাকে চড়ে আবার মক্কায় চলে এলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সাত আকাশ পর্যন্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সফরকে বলা হয় 'মি'রাজ'।

অনেকে আশ্চর্য হয়ে বলে, একরাতের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে সাত আকাশ ঘুরে আবার পৃথিবীতে চলে এলেন! আচ্ছা, তোমরাই বলো, মানুষ যদি রকেট তৈরি করে চোখের পলকে হাজার হাজার মাইল চলে যেতে পারে; তাহলে আল্লাহর তৈরি বোরাক কি পারে না চোখের পলকে সব ঘুরে আসতে? অবশ্যই পারে।

দাওয়াতের কাজে ক্লান্তিহীন পথচলা

তোমরা তো আবরাহার হাতিবাহিনীর গল্পেই জেনেছো যে, আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার আগেও মক্কায় হজের প্রচলন ছিলো। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকেরা হজ করতে মক্কায় আসতো।

প্রতি বছর হজের সময় মক্কায় যেসব লোক আসতো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেতেন। তবে কুরাইশরা এটাও সহ্য করতে পারতো না। তারা মক্কায় নতুন আসা লোকদের কাছে গিয়ে বলতো, 'তোমরা মুহাম্মাদের কথা শুনো না। সে একজন পাগল।' কখনো বলতো, 'তার কাছে যেও না। সে একজন যাদুকর।'

কুরাইশদের এসব কথার কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত পেয়েও কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইতো না। অনেকে আবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অশালীন কথা বলে ফিরিয়ে দিতো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু হতাশ হতেন না। তিনি তাঁর দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন।

মদীনায় ইসলামের আলো

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলাম প্রচার শুরু করার দশ বছর পরের কথা। সে বছর হজের সময় মদীনা থেকে কিছু মানুষ হজ করতে এসেছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কুরআনে কারীম থেকে কয়েকটি আয়াত পড়ে শোনালেন।

মদীনা হলো মক্কা থেকে চারশ' কিলোমিটার দূরের একটি শহর। সে সময় এর নাম ছিলো ইয়াসরিব। ইযাসরিবে তখন বাস করতো তিন ধরনের লোক। কিছু ইয়াহুদী, কিছু খ্রিস্টান আর কিছু মক্কার মুশরিকদের মতো মুর্তিপূজারী।

ইয়াসরিবের ইয়াহুদীরা সব সময় বলাবলি করতো যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ নবী চলে আসবেন। সেই নবীর অনুসরণ করে আমরা আমাদের শত্রুদের শেষ করে দেব।

মদীনা থেকে আগত লোকেরা সেজন্য আগে থেকেই মদীনার ইয়াহুদীদের কাছ থেকে শেষনবীর কথা শুনেছিলো। তারা মনে মনে ভাবলো– যদি ইনিই শেষ নবী হয়ে থাকেন তাহলে আর দেরি করার দরকার নেই। ইয়াহুদীদের আগেই আমরা শেষনবীর অনুসারী হয়ে যাই। তাহলে ইয়াহুদীদের থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবো।

এই ভেবে তাদের মধ্য থেকে ছয়জন তখনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো।

মদীনার আদিবাসীদের মধ্যে ছিলো দু'টি গোত্র। একটির নাম আওস। অন্যটির নাম খাযরাজ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলো তারা ছিলো খাযরাজ গোত্রের। এদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মদীনায় ইসলামের আলো প্রবেশ করলো।

নবুওয়াতের বারোতম বছরে আওস ও খাযরাজ গোত্র থেকে আরো বারোজন লোক এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে আল্লাহর ইবাদত ও ভালো কাজ করার শপথ করলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমায়ের নামের এক সাহাবীকে তাদের সাথে দিয়ে দিলেন। বললেন, 'মুসআব তোমাদেরকে কুরআন শেখাবে। নামায শেখাবে। ইসলামের হুকুম আহকাম শেখাবে'।

মুসআব ইবনে উমায়েরকে পেয়ে মদীনার লোকেরা খুব খুশী হলো। তারা তাঁর কাছে ইসলাম ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে দলে দলে ছুটে এলো। অনেকেই তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো।

মদীনার লোকেরা নবীজীকে নিয়ে যেতে চাইলো

নবুওয়াতের তেরোতম বছরে হজের সময় মদীনা থেকে বড় একটা দল মক্কায় এলো। সংখ্যায় তারা ছিলো ৭২ জন। তাদের সাথে মুসআব ইবনে উমায়েরও ছিলেন। তাঁরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্তাব করলো– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মক্কায় আপনি ভালোভাবে ইসলামের কাজ করতে পারছেন না। সেজন্য আমরা আপনাকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাই। ইসলাম প্রচারের কাজে আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে চাই।'

বন্ধুরা, তোমরা কি লক্ষ করেছো– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পাওয়ার পর বারো বছর কেটে গেছে। এতোদিন ধরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচার করছেন। কিন্তু আরবের কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় সম্মি-লতভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করতে তৈরি হয়নি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে এ দীর্ঘ সময়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম প্রচারের জন্য সাহায্য করেছে। তবে সেটা ছিলো ব্যক্তিগত সাহায্য। কাফেরদের ভয়ে সম্মিলিতভাবে সাহায্য করার সাহস কেউ পায়নি। কিন্তু এতোদিন কেউ যে সাহস করেনি মদীনার লোকেরা সেই সাহসই করলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস রাযি. তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালো চাইতেন। মদীনার লোকেরা যখন নবীজীকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাইলো তখন তিনি মদীনার লোকদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, 'দেখুন, মুহাম্মাদ হাজার হলেও আমাদের লোক। আপনারা যে তাকে নিয়ে যেতে চাইছেন, ভালো করে ভেবে দেখেন তো– আপনারা কি মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে থাকতে পারবেন?

আব্বাস রাযি. -এর কথায় মদীনার লোকেরা রাজি হয়ে গেলো। তারা জানতো– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করলে পুরো আরব বিশ্ব তাদের বিপক্ষে চলো যাবে– তবু তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাইলো। সুখে-দুঃখে, জীবনে-মরণে সব অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা-ল্লামের সাথে থাকতে চাইলো।

দ্বিতীয়বার হিজরত; মদীনার পথে...

মদীনার লোকদের কথামতো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলে যাওয়ার কথা ভাবলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট আদেশ ছাড়া তো নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও চলে যেতে পারেন না। সেজন্য তিনি প্রথমে সাহ-াবায়ে কেরামকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে চলে যেতে বললেন।

সাহাবারা কিন্তু সবাইকে বলে কয়ে হিজরত করতে পারেননি। তাদেরকে হিজরত করতে হয়েছে খুবই গোপনে। কারণ ভয় ছিলো, কাফেররা জানতে পারলে কাউকে মক্কা থেকে যেতে দেবে না।

তবে উমর রাযি. কোনো ভয়ের ধার ধারলেন না। তিনি যখন হিজরত করলেন তখন তীর আর তলোয়ার নিয়ে ঘোষণা করলেন– 'সবাই শোনো, আমি হিজরত করছি। কারো সাহস থাকলে বাধা দিতে পারো।'

কিন্তু উমর রাযি. কে বাধা দেওয়ার সাহস কি আর কারো হয়? কেউ এলো না বাধা দিতে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বীরবিক্রমে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন।